FEB. 12 2002

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক-ছাত্র-পুলিশ আর প্রক্টর—কার ক্যাম্পাস?

ইসমত আরা মুন্নী

মূল রচনা

গত ১লা ফেব্রুয়ারি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাউসার হুসাইনের নিহত হওয়ার ঘটনা শিক্ষার্থীদের গতানুগতিক জীবনে শ্বাসরুদ্ধকর অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছে। উল্লেখ্য, ওই দিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেইরি ফার্ম গেটে মহাসড়ক অতিক্রম করার সময় ঢাকা-রাজশাহীর মডার্ন এন্টারপ্রাইজের একটি কোচ রোড ডিভাইডারের রং সাইড দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে অধ্যাপক কাওসার হুসাইনকে ধাক্কা দেয়। বাসের চাপায় কাওসার হুসাইনের দুটি উরু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং নাক-মুখ দিয়ে অবিরত রক্তক্ষরণ হতে থাকে। পরবর্তীতে মৃত্যুর খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে শ' শ' বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ মাইল গেট থেকে লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ভাঙচুর করে বেশ ক'টি গাড়ি। ঘাতক চালককে আটক ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত মডার্ন পরিবহনের কোন বাস ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে চলতে দেয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয় অবরোধকারী শিক্ষার্থীরা। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় পুলিশ অবরোধ ভাঙতে ১০/১২ রাউন্ড টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে সমবেত শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

ওই রাতে পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া, ফাঁকা গুলিবর্ষণ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপে পুরো ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা কয়েক দফায় পুলিশি হামলার শিকার হয়। বিক্ষোভকারী ছাত্রদের তল্লাশির নামে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের তিন-চারটি এবং টিএসসির বার-তেরটি কক্ষ ভাঙচুর করে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, সন্ধ্যা সাতটায় শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় দফা অবরোধের জন্য মহাসড়কে গেলে পুলিশ ৫০-৬০ রাউন্ড রাবার বুলেট ও ১০-১২টি টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে এবং লাঠিপেটা করতে করতে শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক থেকে ২০০ গজ ভেতরে নতুন কলাভবন পর্যন্ত নিয়ে আসে। সাংবাদিকরাও পুলিশের হামলা থেকে রেহাই পাননি। এ সময় ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী রূপম ও দীনা পুলিশি হামলায় মারাত্মক আহত হয়। পুলিশ শিক্ষার্থীদের লাঞ্ছিত করার পাশাপাশি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে বলে বিক্ষোভকারীরা জানায়।

সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা কয়েক দফায় পুলিশি হামলার শিকার হয়। শিক্ষকরাও এ হামলা থেকে রেহাই পাননি। প্রত্যক্ষদর্শী এক শিক্ষক জানান, তিনি সন্ধ্যার পর প্রান্তিক গেটে এসে পুলিশের কাছে পরিচয়পত্র দেখানোর ঝামেলায় পড়ে যান এবং নবীন এই শিক্ষক এক কর্মচারীর সুপারিশে শিক্ষক হিসেবে পুলিশের কাছে স্বীকৃতি পান। আরেকজন শিক্ষক মাইক্রোবাসে চড়ে ডেইরি ফার্মের গেট দিয়ে ক্যাম্পাসে ঢোকার সময় হঠাৎই মাইক্রোবাসে বসে থাকা দু'জন শিক্ষার্থীকে পুলিশি হামলার শিকার হতে দেখেন। শুধু শিক্ষার্থী হওয়ার কারণে পুলিশ শিক্ষকের গাড়ি থেকে দু'জন ভীত ছাত্রকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনতে গেলে শিক্ষকের সহায়তায় ওই দু'জন ছাত্র রেহাই পায়।

প্রত্যক্ষদর্শী একজন ছাত্র জানায়, যে পরিচয়পত্রে 'ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ' লেখা দেখে ক্ষেপে যায় পুলিশ কারণ সে বলেছিলো, সে জিওগ্রাফিতে পড়ছে। সাভারের নেত্রী লীনা দাস ওই সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসে এসে পুলিশি নির্যাতনের এসব ঘটনায় হতবাক হয়ে যান। প্রাণভয়ে আত্মগোপন করতে থাকা শিক্ষার্থীদের খুঁজতে পুলিশ সমাজবিজ্ঞান অনুষদে হানা দেয়। বাথরুম থেকে কয়েকজন ছাত্রকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে বেধড়ক লাঠিপেটা করে। পুলিশি তান্ডবে সারা ক্যাম্পাসে কান্নার রোল পড়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেইরি গেট থেকে ফারুক, ওয়াসিফ, বিশ্বজিৎ দাস, ময়েজউদ্দিন পলাশ, ফজলুল করিম, রাকিব খান, মোস্তফা হাসান, আশরাফ উদ্দিন, তুহিন, মাকসুদ ও বাবুলকে গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়।

ঢাকা ফেরত নিরীহ শিক্ষার্থীদের নির্যাতন ও একুশে টেলিভিশনে রাত এগারটায় জাবি'র শিক্ষার্থীসহ ৪০ জন গ্রেফতারের অতিরঞ্জিত খবর শোনার পর সবগুলো হল থেকে ছাত্ররা বেরিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। পুলিশি হামলায় প্রক্টর ড. এনামউল্লা পারভেজের ইন্ধন থাকায় তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্লোগান দেয়, তার পদত্যাগ দাবি করে মাত্র পনের মিনিটের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের এই বিক্ষোভ মিছিল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ছাত্ররা প্রায় দশটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে সারা রাত ধরে বিক্ষিপ্তভাবে গাড়ি ভাঙচুর করে। পুলিশি হামলায় এক ছাত্রের মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত ছাত্ররা ভিসি অধ্যাপক জসিমউদ্দিন আহমদের বাসভবন ও প্রশাসনিক ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। ছাত্ররা প্রক্টর ড. এনামউল্লার বাসভবনেও হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিস্থিতিতে সব পরীক্ষা স্থগিত করেছে প্রশাসন। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, র‍্যাগ উৎসব, নাট্য উৎসবও স্থগিত হয়েছে।

পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ বিনাশর্তে ছাত্রদের মুক্তির দাবিসহ ঘাতক চালকের শাস্তি, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্পিড ব্রেকার নির্মাণ, রোড ডিভাইডার পুরো ক্যাম্পাস এলাকায় সম্প্রসারণ, রাস্তা প্রশস্তকরণ এবং নিহত কাওসার হুসাইনের স্মৃতি সংরক্ষণ- সংবলিত দাবি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম জাবি শাখার আহ্বানে ৫ই ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতারকৃতদের আইনি সহায়তা ও পুলিশি হামলায় আহতদের চিকিৎসার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর ক্রমা ভিকটিমের একটি অনুসন্ধানী দল আসে। গ্রেফতার হওয়া শিক্ষার্থী মেধাবী মুখ রাকিব। ইতিহাস বিভাগের রাকিব নিছক ব্যক্তি প্রয়োজনে টেইলার্সের দোকান থেকে রুমে ফেরার পথে পুলিশি হামলায় মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ফারুক, ওয়াসিফ এবং বিশ্বজিৎ দাস রাত ১০টায় ঢাকা থেকে ফিরে ডেইরি গেটে নেমে পুলিশি জেরার মুখে গ্রেফতার হয়। গ্রেফতার হয় পুলিশের মেজাজ-মর্জিতে ময়েজউদ্দিন পলাশসহ অন্যরা নির্দিষ্ট অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও।

ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে বুধবার শতাধিক শিক্ষার্থী প্রতীক অনশনে অংশগ্রহণ করে। অনশন চলাকালে সাভার থানার ওসি আবদুল হান্নান আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ভিডিও করতে গেলে শিক্ষার্থীরা ওসি আবদুল হান্নানকে ছাত্রী লাঞ্ছনাকারী ও শিক্ষার্থী নির্যাতনকারীর প্রধান হোতা হিসেবে শনাক্ত করে বিভিন্ন স্লোগান দেয়।

গত শুক্রবার রাতে ওসি আবদুল হান্নান ঢাকা থেকে আগত শিক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশির নামে আপত্তিকর আচরণ করেন বলে কয়েকজন ছাত্রী অভিযোগ করে। তার নেতৃত্বেই নিরীহ-নিরপরাধ ছাত্রদের গ্রেফতার করে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের, নির্যাতন চালানো এবং ডেইরি ফার্ম গেটে কয়েকটি দোকানে পুলিশ লুটপাট করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ওসি আবদুল হান্নান এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন। অন্যদিকে ডিবি ও বোয়ালিয়া থানা পুলিশের একটি বিশেষ দল ৩ তারিখ রাত দেড়টায় বাস টার্মিনালে মডার্ন এন্টারপ্রাইজের কাউন্টার থেকে শিক্ষক কাওসার হুসাইনের ঘাতক বাস ও ড্রাইভার চাঁদকে গ্রেফতার করেছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষকের মর্মান্তিক মৃত্যু সকলকেই ব্যথিত ও শোকাহত করেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টার, পঙ্গু হাসপাতাল এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলেও শিক্ষক কাওসার হুসেনকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে প্রশ্ন এসে যায়, জাহাঙ্গীরনগর মেডিক্যাল সেন্টারের ডাক্তারের চিকিৎসাজ্ঞান নিয়ে। মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত রোগীকে পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানোর নামে নিঃসন্দেহে চিকিৎসাজ্ঞানের অভাবই ফুটে উঠেছে। কিংবা একে কর্তব্যকর্মের প্রতি অবহেলাও বলা চলে। কাওসার হুসাইনের সময়মতো সুচিকিৎসা হয়নি বলে যে অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এটাই প্রত্যাশিত। তাছাড়া দেশের প্রধান চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত ঢাকা মেডেক্যাল কলেজ হাসপাতালের গেটে স্ট্রেচারের অভাবে একজন মরণাপন্ন রোগীকে গেটে ১৫ মিনিটের মতো অপেক্ষায় রাখার অভিযোগ নিঃসন্দেহে গরুতর। আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিরাজমান বিশৃঙ্খলা ও দুর্দশা আরো প্রকট হয়ে ধরা পড়লো এ ঘটনায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জনপ্রিয় শিক্ষকের- যিনি একই সঙ্গে কবি, সাংবাদিক এবং সমাজকর্মী তার মর্মান্তিক মৃত্যুতে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের শোক ও বেদনার পাশাপাশি ক্ষোভ ছিল স্বাভাবিক। নিরাপদ সড়কের জন্য ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকায় যানবাহনের সর্বোচ্চ গতিসীমা ২০ মাইল নির্ধারণ, স্পিড ব্রেকার স্থাপন এবং স্থায়ী ট্রাফিক ব্যবস্থার দাবি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। এই ব্যস্ত সড়কে ট্রাফিক শৃঙ্খলা বিধানে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা ও উদাসীনতাই একজন প্রিয় শিক্ষকের মৃত্যুর পর শিক্ষার্থীদের ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী করে তোলে। তবে এর প্রতিক্রিয়ায় যানবাহন ভাঙচুর এবং দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা মহাঁসড়ক অবরোধ করে রাখা অনাকাঙ্খিত। অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের মোকাবিলায় পুলিশ যে আচরণ করেছে, তাকে বাড়াবাড়ি বললেও কম বলা হবে। ছাত্র আহত হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষক ও ছাত্রীদের হেনস্থা করার নিন্দনীয় ঘটনা ঘটেছে।

৩১তম ব্যাচের ভর্তি করার প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে ১১ই ফেব্রুয়ারি থেকে। শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর আন্তরিকতার লালনে এই আশ্চর্য সবুজ ক্যাম্পাস নবীনদের জন্য নিরাপদ হোক। পুলিশি নির্যাতন যেন এসব নবীনদের স্পর্শ করতে না পারে। এই প্রত্যাশা আন্দোলনকারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চের, ইতিহাস বিভাগের কিংবা ইংরেজি বিভাগের আন্দোলন কর্মসূচিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। এ ক্যাম্পাস হোক শিক্ষার্থীর পদধ্বনিতে মুখরিত, পুলিশি বুটের পদভারে জর্জরিত নয়।